৯ম পাঠ

ঈশ্বর আত্মিক প্রয়োজন মেটান

"শয়তানের পরীক্ষায় আমাদের পড়তে দিয়ো না,"

মথি ৬ঃ ১৩ পদ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে প্রার্থনার গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য আমাদের ঈশ্বরের শক্তি কতই না দরকার। প্রার্থনার সময় একটি বিষয় আমাদের বারবার বলতে হবে ঃ

"প্রভু আমি নিজে একাজ করতে পারি না। হে প্রভু আমি নিজে একাজ করতে পারিনা। এজন্য আমার সাহায্য দরকার।"

আমরা জেনেছি পবিত্র আত্মার আর এক নাম "পারাক্লিত"-যিনি সাহায্য করবার জন্য সব সময় আমাদের পাশে আছেন। আমরা যদি বিজয়ী জীবন যাপন করতে চাই তবে যীশুই আমাদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করবেন, যেন তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

আমাদের জন্য একটা সুন্দর প্রতিজ্ঞা আছে ঃ—"ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য, সহ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষা তিনি তোমাদের উপর হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সংগে সংগে তা থেকে বের হয়ে আসবার একটা পথও তিনি করে দেবেন যেন তোমরা তা সহ্য করতে পার" (১ করিন্থীয় ১০ ঃ ১৩ পদ)। কিন্তু পরীক্ষা থেকে বের হয়ে আসতে গেলে আপনার "বাইরে থেকে সাহায্য" প্রয়োজন-আর তা হ'ল পবিত্র আত্মার সাহায্য। আপনি নিজে ঐ কাজ করতে পারেন না বলেই এই সাহায্য দরকার।

... ...

পাঠের খসড়া

আত্মিক জীবনে জয় লাভের পথ
শত্রুর সাথে যুদ্ধ
যুদ্ধ সজ্জা
জয়লাভের স্থান
আত্মিক জীবনে পূর্ণতার পথ

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি-

* বুঝতে পারবেন কিভাবে শয়তানের উপর জয়লাভ করতে হয়।
* আত্মিক জীবনে আপনি কতটুকু পূর্ণতা অর্জন করেছেন বা কোন ধাপে আছেন তা বিচার করে বুঝতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১) এই পাঠের শেষে দেওয়া আত্মিক বৃদ্ধির ছবিটি আপনার খাতায় আকুন এবং রোমীয় ৭ ঃ ২৩, ও ৮ ঃ ১-৪ পদ মুখস্থ করুন।
২) ইফিষীয় ৬ ঃ ১৪-১৭ পদ পড়ুন। আপনার দুর্বলতাগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করুন। নিয়মিত প্রার্থনা ও ঈশ্বর আপনাকে যে সাহায্য দিয়েছেন তা ব্যবহারের দ্বারা কিভাবে এগুলির উপর জয়লাভ করবেন তার একটা পরিকল্পনা করুন।

৩) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন আছে সেগুলির উত্তর দিন এবং পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি নিজে নিজে দিন।

মূল শব্দাবলী

প্ররোচিত সম্বন্ধ কামনা সগর্ভা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

আত্মিক জীবনে জয়লাভের পথ

লক্ষ্য-১ ঃ পরীক্ষা এবং "পাপ" এর মধ্যে পার্থক্য কি তা বলতে পারা।

অমরা মানুষের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে যারা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যর জন্য চেষ্টা করে তাদের "ভরণ পোষণের" জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দেওয়া হয়।। এছাড়া এই পৃথিবীতে অন্যান্যদের সাথে শান্তিতে বসবাস করবার ক্ষমতাও তাদের দেওয়া হয়।

পবিত্র ও সৎ জীবন যাপন করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বিশ্বাসীকে প্রতিনিয়ত আত্মিকভাবে মন্দতার সাথে যে যুদ্ধ করতে হয়, তাই নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। মনে রাখবেন যে পবিত্র বলতে আমরা অন্তরের পবিত্রতা বুঝাই। ঈশ্বর আমাদের জীবনে এই রকম পবিত্রতাই চান। আসুন এ বিষয়ে নীচের ছবিটি আমরা লক্ষ্য করি।

ঠিক

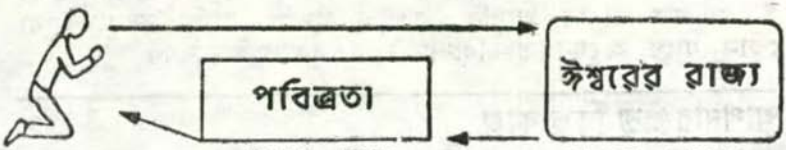

ভুল

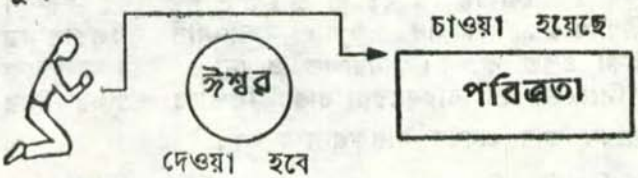

এখানে আমরা দেখতে পাই, যে জিনিষ চাওয়া হয়েছে তা হোল ঈশ্বরের রাজ্য। আর এর ফলেই পবিত্রতা দেওয়া হয়েছে।

১) পবিত্রতা বলতে কি বুঝান হয়?

... ...

পবিত্র জীবন যাপন করতে গেলে প্রত্যেকেই অন্তরে মন্দতার সাথে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। কিন্তু পাপী জানে না কিভাবে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। সে ভাল-মন্দের পার্থক্য জানে, কিন্তু ভাল কাজ করতে পারে না। সে একা পাপের উপর জয়লাভ করতে পারে না।

বিশ্বাসী জানে কিভাবে এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব। অন্যান্য পাঠগুলির মত এখানেও আমরা জানতে পেরেছি যে আমরা একা এই কাজ করতে পারি না। এজন্য আমাদের বাইরের সাহায্য দরকার। যীশু আমাদের আত্মিক জীবনে জয়লাভের পথ দেখিয়েছেন। এখন আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য দরকার। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, "ভরণ-পোষণ" অথবা শান্তি পাবার জন্য যে পথ, পরীক্ষায় জয়লাভেরও সেই একই পথ। প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা করলে আমরা পাপের উপর জয়লাভ করতে পারি। আমরা "স্বর্গীয় বিষয়গুলির" জন্য চেষ্টা করলে, ঈশ্বর আমাদের শক্তি দেন যেন "পৃথিবীর বাধাগুলির" উপর জয়লাভ করতে পারি।

২) বিশ্বাসী কিভাবে আত্মিক জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে?

... ...

শত্রুর সাথে যুদ্ধ

আত্মিক জীবনে জয়লাভের জন্য আমরা যদি সঠিকভাবে প্রার্থনা করতে চাই, তাহলে আমাদের শত্রুকে এবং তার যুদ্ধ কৌশলের বিষয় জানতে হবে।

আমরা হয়তো শয়তানকে দেখিনি, কিন্তু সে সত্যই আছে। সব জায়গাই তার শক্তি দেখতে ও বুঝতে পারা যায়। যে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছি তাকে যদিও আমরা দেখতে পাইনা, কিন্তু

আমাদের বিরুদ্ধে সে, যে সব জিনিষ ব্যবহার করে সেগুলি আমরা দেখতে পাই। আমাদের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য শয়তান যে সব 'জিনিষ' ব্যবহার করে তার একটি হোল পরীক্ষা বা প্রলোভন।

৩) বিশ্বাসীর শত্রু-

ক) সব জায়গায় আছে, তাকে সবাই দেখতে পায়।

খ) গোপন থাকবার জন্য তার শক্তি প্রকাশ করে না।

গ) বিশ্বাসীকে পরীক্ষায় ফেলে তাকে দিয়ে পাপ করাতে চায়।

পরীক্ষা বা প্রলোভন সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। যাকোব ১ঃ১৪ পদ (পুরানো অনুবাদে) বলেঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষিত হয়"। " এই পদটি থেকে দুটি বিষয় জানবার আছেঃ-

১) প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যদি না থাকতো তবে কোন পরীক্ষা বা প্রলোভনও থাকতো না! এমনকি যীশুরও স্বাধীন ইচ্ছা ছিল।

২) প্রত্যেক মানুষ পরীক্ষিত হয়। এমনকি যীশুও পরীক্ষিত হয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে পরীক্ষিত হওয়া পাপ নয়।

যাকোব ১ঃ ১৪-১৫ পদে আরো বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়। "এ থেকে আমরা আরো কয়েকটি সত্য জানতে পারিঃ

১) মানুষ যখন নিজের মন্দ অভিলাষের আকর্ষনে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে দূরে সরে যায় তখনই সে পরীক্ষিত হয়। যীশু পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে দূরে সরে যাননি বা তাঁর অবাধ্য হননি।

২) ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। তিনি চান যেন আমরা এর সঠিক ব্যবহার করি। যখনই এই স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ নিয়ে আমরা আমাদের মন্দ অভিলাষ সম্পূর্ণ করতে চাই, তখনই আমরা পরীক্ষায় পড়ি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী আমাদের এই ক্ষমতা ব্যবহার করলে, আমরা পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি এবং তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

৩) আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার অবাধ্য হয় তখনই আমরা মন্দ উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার করি। আর আমরা যখন মন্দ অভিলাষের দ্বারা চালিত হয়ে মন্দ কাজ করি তখন আমরা পাপ করি।

৪) কামনা বা মন্দ অভিলাষ থেকেই পাপের আরম্ভ। "কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে"।

৫) পরীক্ষা বা প্রলোভন পাপ নয় কিন্তু পরীক্ষায় পরাজিত হওয়া পাপ। যখন আমরা সেই প্রলোভন অনুসারে কাজ করি তখনই তা পাপ।

৪। প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

ক) পরীক্ষিত হওয়া দোষের নয়।

খ) প্রত্যেক মানুষ পরীক্ষিত হয়।

গ) যীশু পরীক্ষিত হন নাই।

ঘ) সব সময়ই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে।

স্বাধীন ইচ্ছা সব সময়ই আমাদের থাকবে। ঈশ্বর তা আমাদের দিয়েছেন। আর এটা খারাপ কিছু নয়। এর জন্য আমাদের লজ্জা করবার কিছুই নেই। যাই হোক, আমরা যদি এই স্বাধীন ইচ্ছাকে ঠিক ভাবে ব্যবহার না করি, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী না চলি, তাহলে তা আমাদের জন্য ভাল নয়। সেগুলি তখন "কামনা বা খারাপ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এই কামনা থেকেই পাপের আরম্ভ।

যীশু পরীক্ষিত হয়েছেন, কিন্তু তার দ্বারা পরাজিত হয়নি। তিনি পরীক্ষিত হয়েছেন কিন্তু তাঁকে কখনোই ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে দুরে সরিয়ে নেওয়া যায় নি। অর্থাৎ তিনি কখনোই মন্দ অভিলাষ সিদ্ধ করবার জন্য কোন কাজ করেন নি।

৫) যীশু পরীক্ষিত হয়েছেন, কিন্তু কখনো পাপ করেন নি-এই কথার অর্থ কি?

... ...

আপনি হয়তো বলবেন, "যীশুর কি আমাদের মত একই রকম স্বাধীন ইচ্ছা ছিল?" হ্যাঁ, আমাদের মত একই রকম স্বাধীন

ইচ্ছা তাঁর ছিল। আমরা যে সব পরীক্ষায় পড়ি, তিনিও সেইগুলির দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন। ইব্রিয় ৪ ঃ ১৫ পদে আপনি দেখতে পাবেন, যীশু কিভাবে এগুলির উপর বিজয়ী হয়েছেন। তিনি সব সময় প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়, আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল" (মথি ২৬ ঃ ৪১ পদ, পুরানো অনুবাদ)। মনে রাখবেন পরীক্ষিত হওয়া পাপ নয়, কিন্তু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কামনায় পরিণত হলে বুঝতে হবে যে, আমরা পাপের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

তাই, আমাদের চিন্তা-ধারাকে হতে হবে পবিত্র। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে পবিত্র আত্মার পরিচালনাধীন হতে হবে। যে লোক পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলে সে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে কখনোই কামনায় পরিণত হতে দেয় না; তাই সে মনে পাপ ইচ্ছাকে স্থান দেয় না, বা পাপ কাজও করে না।

৬) কামনা মানে-

ক) স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবার দ্বারা পরীক্ষায় পড়া।

খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে সরে গিয়ে স্বাধীন ইচ্ছাকে খারাপ পথে ব্যবহার করা।

গ) সব মানুষের একই রকম স্বাধীন ইচ্ছা থাকা।

কিছু খ্রীষ্টিয়ান মনে করেন যে পরিত্রাণ পেলে আমাদের আর স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তা ঠিক নয়। পরিত্রানের মাধ্যমে সৎ ও পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করবার একটি পথ ঈশ্বর আমাদের দেখিয়ে দেন, তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কেড়ে নেন না। যদি আমাদের ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালনা করবার ব্যবস্থা না থাকতো, তবে পবিত্র জীবন যাপনের কোন রকম চেষ্টাও আমাদের থাকতো না। পরীক্ষার সময়গুলিতেই ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা দেখাতে পারেন। তাই আসুন, ঈশ্বর আমাদের "বের হয়ে আসবার যে পথ" (১ করিন্থীয় ১০ ঃ ১৩ পদ) দিয়েছেন আমরা তার সদ্ ব্যবহার করি।

শয়তানের শত পরীক্ষার মধ্যেও পবিত্র জীবন যাপন করাই হোল এই জীবনের গৌরব। পরিত্রানের পর খ্রীষ্টিয়ানের কোন স্বাধীন

ইচ্ছা থাকেনা এ কথা চিন্তা করা বিপদজনক। কোন খ্রীষ্টিয়ান যদি তা বিশ্বাস করে, তবে সে যে পরীক্ষায় পড়তে পারে, একথা সে মানবে না। ফলে সে শয়তানের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। যে খ্রীষ্টিয়ান জানেন যে তার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তিনি নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা তাকে যে শক্তি দেন, সেই শক্তির সাহায্যে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করতে পারেন। আমাদের পরীক্ষার সময়ই ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা দেখাতে পারেন। আমরা যখন সবচেয়ে দুর্বল তখনই ঈশ্বরের শক্তি সব চেয়ে বেশী।

৭) বিশ্বাসী পরিত্রাণ পেলে তার স্বাধীন ইচ্ছার কি হয়?

আমাদের সব সময় জেগে থাকতে হবে। মন্দ ইচ্ছাকে আমরা কখনোই মনে স্থান দেব না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে শয়তান সত্যিই আছে। বিশ্বাসীকে পরাজিত করবার জন্য তার যা কিছু আছে সবই সে ব্যবহার করে। সে আরো জানে মানুষের অন্তরের ইচ্ছাগুলী কত শক্তিশালী। সে চায় মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে দুরে নিয়ে যেতে এবং তার ভাল ইচ্ছাগুলিকে মন্দ ইচ্ছায় পরিণত করতে। এই জন্যই শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়াতে হবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে ঃ-

১) আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাগুলি আমাদের পরীক্ষায় ফেলতে চায়, কিন্তু যীশু সেগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করবার ক্ষমতা আমাদের দেন।

২) শয়তান সত্যিই আছে। সে-ও আমাদের পরীক্ষায় ফেলে, কিন্তু তাকে বাধা দেবার শক্তি যীশু আমাদের দেন।

যুদ্ধ সজ্জা

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের যে শক্তি দরকার, প্রার্থনা এবং উপাসনার মধ্য দিয়েই আমরা তা পাই। "অর্থনৈতিক" ও "সামাজিক" প্রয়োজনের বেলায় আমরা যা বলেছি এখানেও সেই একই কথা বলতে হয়। আমরা যদি "পবিত্র" হতে চাই, যদি বিজয়ী জীবন যাপন করতে চাই, যদি জয়লাভ করতে

চাই, তবে প্রথমে ঈশ্বরকে চাইতে হবে; তাঁর রাজ্য ও তাঁর ইচ্ছা সাধনের চেষ্টা করতে হবে। অন্য কথায় আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমরা যাঁর কাছ থেকে পাই, সেই ঈশ্বরকেই আমাদের প্রথমে প্রয়োজন।

প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটি মূল্যবান বিষয় পাই যা আমাদের আত্মিক যুদ্ধে সাহায্য করে।

১) আমরা আমাদের চালক প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানতে শিখি এবং তার পরিচালনার উপর নির্ভর করতে শিখি।

২) তাঁর পরিকল্পনা কি, তাঁর ইচ্ছা কি ইত্যাদি আমরা জানতে পারি যেন এর ফলে তাঁর আদেশ মেনে চলতে পারি।

৩) আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ হই, এর ফলে আমরা যুদ্ধ করবার শক্তি পাই।

৪) আমরা যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র পাই এবং সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও আমরা জানতে পারি।

৮) শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবার শক্তি আমরা কিভাবে পাই?

... ...

ইফিষীয় ৬ঃ ১৪-১৮ পদে প্রেরিত পৌল আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রের বিষয় বলেছেন।

"এই জন্য, সত্য দিয়ে কোমর বেধে, বুক রক্ষার জন্য **সৎ** জীবন (বা ধার্মিকতা) দিয়ে বুক ঢেকে, আর **শান্তির** সুখবর প্রচারের জন্য পা প্রস্তুত রেখে দাড়িয়ে থাক। এ ছাড়া **বিশ্বাসের ঢালও** তুলে নাও, সেই ঢাল দিয়ে তোমরা শয়তানের সব জ্বলন্ত তীর নিভিয়ে ফেলতে পারবে। মাথা রক্ষার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উদ্ধার (পরিত্রাণ) মাথায় দিয়ে **পবিত্র আত্মার ছোরা**, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য, গ্রহন কর। পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মনে-প্রাণে সব সময় **প্রার্থনা** কর। এই জন্য

সজাগ থেকে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা করতে থাক।"

৯) শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসীর আত্মা রক্ষার সজ্জাগুলি কি কি?

... ...

এখানে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ আত্মা রক্ষার জিনিষগুলি আত্মিক, এবং ঈশ্বরই এগুলি দেন, যেন আমরা শয়তানকে বাধা দিতে পারি। এগুলি হোল, সত্য, ধার্মিকতা (সৎজীবন), শান্তি, বিশ্বাস এবং পরিত্রান। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের অস্ত্রগুলিও আত্মিক। ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র। পবিত্র আত্মার সাহায্য এগুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করুন যে এখানে বার বার প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। প্রার্থনা ছাড়া আপনি আত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন না। প্রার্থনা ছাড়া আপনি পরীক্ষায় জয়লাভ করতে পারেন না। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা সৎ চরিত্র, শক্তি, আত্মা রক্ষার জিনিষগুলি এবং যুদ্ধ করবার অস্ত্র ইত্যাদি পাই। আর এগুলির সাহায্যেই আমরা জয়লাভ করি।

১০) ইফিষীয় ৬ঃ১৮ পদে প্রার্থনা করাবার কথা কয়বার বলা হয়েছে?... ... ...

... ...

যুদ্ধে অস্ত্র অর্থাৎ "পবিত্র আত্মার ছোরা", "ঈশ্বরের বাক্য ও "প্রার্থনা থাকলেই চলবে না, আত্মা রক্ষার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া যুদ্ধ সজ্জাগুলিও আপনাকে পরতে হবে। ধার্মিকতা, শান্তি, এবং পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দ আপনার থাকতে হবে।

এই জন্যই যীশু বলেছেন, "তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও (বা চেষ্টা কর)" (মথি ৬ঃ৩৩ পদ)। ঈশ্বরের দেওয়া আত্মরক্ষার জিনিষগুলি প'রে নিলে, পবিত্র আত্মা আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যের ছোরা ব্যবহার করে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করবেন।

তাই, প্রার্থনা করুন, যেমন যীশু বলেছেন। ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়-গুলির জন্য প্রার্থনা করুন, তাহলে আপনি জয়ী হতে পারবেন।

১১) বিশ্বাসীর যুদ্ধ সজ্জা কি কাজ করে?

... ...

জয়লাভের স্থান

বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবন সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। প্রথমতঃ আমরা নিজেরা যদি বিজয়ী না হই তবে অন্যদের জয়লাভে সাহায্য করতে পারি না। শয়তান মনুষকে বন্ধি করে রেখেছে, কিন্তু শয়তানের দুর্গ ভেংগে মানুষকে মুক্ত করবার আত্মিক অস্ত্র ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু আমরা নিজেরা পাপের হাত থেকে মুক্ত না হলে অন্যদের মুক্ত করতে পারি না। আমরা নিজেরা যদি না জানি কিভাবে শয়তানের উপর জয়লাভ করতে হয়, তবে কিভাবে আমরা অন্যদের সেই বিষয়ে সাহায্য করব? শয়তানের উপর জয়লাভের উপায় হোল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জীবনে প্রথম স্থান দেওয়া। আমরা যখন কেবল ঈশ্বরের নামের গৌরবের জন্য চেষ্টা করি তখন আমরা শয়তানের প্রলোভনের (বা পরীক্ষার) উপর জয়-লাভ করি।

১২) অন্যদের জয়লাভে সাহায্য করবার জন্য প্রথমে আমাদের কি করতে হবে?

... ...

আত্মিক জীবনে জয়লাভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি বিষয় আমাদের জানতে হবে। আমরা যেখানে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি, সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আমাদের জয়লাভ করতে হবে। কিছু খ্রীষ্টিয়ান মনে করেন যে প্রার্থনায় এই জয়লাভ সম্ভব। কিন্তু প্রার্থনার সময় আমরা শয়তানের সাথে যুদ্ধ করি না। তখন আমরা আমাদের সেনাপতির সাথে কথা বলি। তিনি আমাদের নুতন অস্ত্র ও যুদ্ধের বিয়ষে আদেশ দেন। তার কাছ থেকে আমাদের নুতন অস্ত্র ও যুদ্ধের বিষয়ে আদেশ দেন। তার কাছ থেকে আমরা জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু তখন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি না। অবশ্য প্রার্থনায়

ঈশ্বর আমাদের যে মহাশক্তি দেন তা বুঝতে পেরে আমরা সাহসে বুক বাঁধি। আমরা উচ্চরবে ঈশ্বরের প্রশংসা করি কারণ আমরা জানি তিনি আমাদের জয়লাভে সাহায্য করবেন। কিন্তু প্রার্থনার সময় আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি না।

যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি। প্রার্থনার সময় ঈশ্বর আমাদের যে শক্তি ও বুদ্ধি দেন সেগুলি সংগে নিয়ে যুদ্ধ করতে না গেলে আমরা বার বার পরাজিত হব। প্রার্থনা হোল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান প্রার্থনার সময় কেবলই নিজেদের পরাজয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়। তারা জয়লাভ করতে পারে না। কারণ পরীক্ষার সময় তারা ঈশ্বরের শক্তি ব্যবহার করে না।

১৩) খ্রীষ্টিয়ান কিভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়?

... ...

আত্মিক জীবনে পূর্ণতার পথ

লক্ষ্য-২ ঃ আত্মিক জীবনে বেড়ে ওঠার ধাপগুলি বর্ণনা করতে পারা।

লক্ষ্য-৩ ঃ রোমীয় ৭ ঃ ২৩ পদ এবং রোমীয় ৮ ঃ ২ পদের তিনটি ব্যবস্থার সাথে আত্মিকভাবে বেড়ে ওঠার তিনটি ধাপের করতে তুলনা পারা। (বাংলা বাইবেলের পুরানো অনুবাদ দেখুন)

আমরা যখন প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি তখন ঈশ্বর আমাদের আত্মিক জীবনে বৃদ্ধি দেন। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে খ্রীষ্টের মত হয়ে উঠি। আত্মিক জীবনে পূর্ণতা বলতে আমরা এটাই বুঝাই।

একজন বিশ্বাসীর আত্মিক বৃদ্ধির তিনটি ধাপ আছে। সে আত্মিক ভাবে শিশু হিসাবে জীবন শুরু করে এবং বৃদ্ধি পেয়ে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং সবশেষে পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় পৌছায়। রোমীয় ৭ ঃ ২৩ পদ এবং রোমীয় ৮ ঃ ২ পদের তিনটি ব্যবস্থার (বা আইনের) সাথে আমরা এই তিনটি ধাপের তুলনা করবো। তিনটি ব্যবস্থা হোল ঃ

১) দেহের ব্যবস্থা (বা নিয়ম)
২) মনের ব্যবস্থা ,, ,,
৩) আত্মার ব্যবস্থা ,, ,,

যে বিশ্বাসী দেহের ব্যবস্থা মত চলে সে আত্মিক ভাবে শিশু। তাকে আমরা একজন "ব্যবস্থা বিহিন" লোক বলতে পারি, কারণ একটা পশুর মত তার দেহ, হাত-পা, যা করতে চায় সে কেবল তাই করে। তার যা ভাল মনে হয় সেইভাবেই সে জীবন যাপন করে। অর্থাৎ সে অনেকটা অবিশ্বাসীর মত জীবন যাপন করে।
যে বিশ্বাসী মনের ব্যবস্থা মত চলে সে আত্মিকভাবে যুবক। সে ব্যবস্থা মেনে চলে, কিন্তু তার অন্তর দিয়ে নয়। ব্যবস্থা বা আইন করতে বলে, তাই সে করে। তার নিজ পরিবারের ব্যবস্থা (বা নিয়ম) হোক, মণ্ডলীর নিয়ম অথবা মোশির নিয়মই (ব্যবস্থা) হোক, সে কেবল নিয়ম বলেই সেগুলি পালন করে।

আত্মিক বৃদ্ধি

যে বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলেন তিনি আত্মিকভাবে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন বলেই তার দেওয়া নিয়ম-কানুন তিনি মেনে চলেন। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যকেই তার জীবনে প্রথম স্থান দেন। পবিত্র আত্মার দেওয়া সৎ জীবন (ধার্মিকতা) শান্তি এবং আনন্দ তার আছে।

১৪) ডান পাশের আত্মিক বৃদ্ধির ধাপগুলির সাথে বাম পাশের উক্তিগুলির মিল দেখান।

... ক) আত্মার ব্যবস্থা ১) শিশু

... খ) দেহের ব্যবস্থা ২) যুবক

... গ) মনের ব্যবস্থা ৩) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি

আত্মিক শিশু কিভাবে একজন আত্মিক পূর্ণ বয়স্ক ব্যাক্তিতে পরিণত হয়? এর উত্তর, কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তার মধ্যেই রয়েছে। ঠিক ভাবে প্রার্থনা করলে ঠিক ভাবে জীবন যাপন করা যায় অর্থাৎ ঠিক ভাবে জীবন যাপন বা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মত জীবন যাপন মানেই অবিরত প্রার্থনার জীবন। একজন আত্মিক শিশু সাহায্য ছাড়া নিজের রাগ দমন করে রাখতে পারে না। তার ইচ্ছাকেও সে নিজে দমন করে রাখতে পারে না। এই পৃথিবীর শাসন কর্তাগণ আইনের দ্বারা, এবং আইন ভংগ করলে শাস্তি দেওয়ার দ্বারা মানুষের অন্যায় (পাপ) স্বভাবকে দমনে রাখতে চেষ্টা করেন। মণ্ডলীতে অনেক আত্মিক শিশু থাকে। তাদের বাধ্য রাখবার জন্য মণ্ডলী কতগুলি আইন ও আচার ব্যবহারের মানদণ্ড ঠিক করে দেয়।

১৫) আত্মিক শিশু কি ভাবে একজন আত্মিক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে?... ... ...

... ...

যখন কেউ আইন মেনে চলতে শেখে, তখন সে আর শিশু থাকে না, সে তখন যুবক। তার সমস্ত কথায় ও কাজে জ্ঞান বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়, এবং সে তার যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে। আত্মিক বৃদ্ধির বেলায়ও একই কথা। একজন আত্মিক শিশু যখন বেড়ে উঠে আত্মিক যুবক হয়, তখন সে মণ্ডলীর শাসনকে সম্মান করে এবং এর নিয়ম-কানুন (বা আইন) মেনে চলে। সে মণ্ডলীর একজন উপযুক্ত সভ্য হয় এবং সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে, তাই অন্যরা তাকে শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু কেবল বাধ্য হয়ে আইন মেনে চললেই কোন দেশের নাগরিক বা পূর্ণ বয়স্ক খ্রীষ্টিয়ান হওয়া যায় না। কাউকে নাগরিক বলা চলে কেবল তখনই, যখন ঠিক কাজ করা তার জীবনের আদর্শ

হয় বলেই সে ঠিক কাজ করে। আইন ন্যায় ভাবে জীবন যাপন করতে বলে বলেই যে সে ঠিক কাজ করবে তা নয়, বরং তার জীবনের আদর্শ হিসাবেই সে তা করবে। এটিই একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের চিহ্ন। খ্রীষ্টিয় জীবনেও তাই। খ্রীষ্টের প্রতি প্রেমে যখন সে কাজ করে তখনই তাকে আত্মিক জীবনে পূর্ণ বয়স্ক বলা চলে। তার মধ্যে ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুন, দয়ার স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও বাধ্যতা-আত্মার এই ফলগুলি দেখা যাবে। যীশুর মত জীবন যাপন করবার জন্য তার কোন বাধ্যতামূলক "আইন" এর প্রয়োজন হবে না।

১৬) কখন একজন লোককে আত্মিক জীবনে পূর্ণ বয়স্ক বলা যায়?

... ...

তাহলে আত্মিক শিশু কিভাবে বেড়ে উঠে আত্মিক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়? কঠিন পরিশ্রম করে না, তার ইচ্ছাকে দমন করে? অথবা নিয়ম-কানুনের বাধ্য হয়ে, নাকি স্কুলে গিয়ে পাড়াশুনা করে সে অত্মিক জীবনে বেড়ে ওঠে? এর কোনটাই ঠিক নয়। আসলে প্রার্থনা এবং উপাসনা হোল এর উত্তর। ঈশ্বরের পুত্রের কাছে নিজেদের সঁপে দিলেই আমরা বেড়ে উঠতে পারি। প্রেরিত পৌল ২ করিন্থীয় ৩ঃ ১৮ পদে সুন্দর ভাবে এই বিষয়টি বলেছেন, " এই জন্য আমরা যারা খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়েছি, আমরা সবাই খোলা মুখে আয়নায় দেখা ছবির মত করে প্রভুর মহিমা দেখতে নিজেরাও মহিমায় বেড়ে উঠে বদলে গিয়ে তাঁরই মত হয়ে যাচ্ছি। প্রভুর, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার, শক্তিতেই এটা হয়"।

পবিত্রতা, খ্রীষ্টের মত হওয়া, আত্মিক জীবনে পূর্ণতা, এ সবই প্রভুর আত্মার কাজ। ঠিকভাবে প্রার্থনা করলে আমরা এগুলি পেতে পারি। আমরা যদি সর্ব প্রথমে ঈশ্বরের নামের গৌরব ও তাঁর রাজ্যের চেষ্টা করি, এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করি তবেই এগুলি আমাদের দেওয়া হবে। আসুন আমরা সৎ (বা ঠিক) জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন আমাদের প্রভুর উপাসনা করি।

১৭) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) বই পড়ে আত্মিক জীবনে বেড়ে ওঠা যায়।

খ) আমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি না।

গ) পবিত্র আত্মা আমাদের জীবন পরিবর্তন করেন।

ঘ) কঠিন পরিশ্রম করে আত্মিক শিশু আত্মিক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে।

পরীক্ষা—৯

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) বিশ্বাসী পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারে কিন্তু পাপী তা পারে না, এর কারণ কি?

... ...

... ...

২) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ.. ... দ্বারা... ... ও... হইয়া .. ...হয় (যাকোব ১ঃ ১৪ পদ পুরানো অনুবাদ)।

৩) বিশ্বাসী পরিত্রান পেলে তার স্বাধীন ইচ্ছার কি হয়?

... ...

৪) শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবার শক্তি আমরা কিভাবে পাই?...

... ...

৫) প্রার্থনা মানে কি?... ... ...

... ...

৬) আত্মিকভাবে পূর্ণ বয়স্ক বিশ্বাসীর তিনটি চিহ্ন লিখুন।

... ...

... ...

৭) আত্মিক শিশু কি ভাবে বেড়ে উঠতে পারে?... ... ...

... ...

৮) ২ করিন্থীয় ৩ঃ ১৮ পদে কি বলা হয়েছে?... ...

... ...

৯) আইন কানুন মেনে চললেও একজন খ্রীষ্টিয়ান, পূর্ণ বয়স্ক বিশ্বাসী নাও হতে পারে-এর কারণ কি?... ... ...

... ...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

১) অন্তরের পবিত্রতা।

২) প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা করলে বিশ্বাসীকে ঈশ্বর এই যুদ্ধে জয়লাভে সাহায্য করেন।

৩) গ) বিশ্বাসীকে পরীক্ষায় ফেলে তাকে দিয়ে পাপ করাতে চায়।

৪) ক) সত্য
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) সত্য

৫) যীশু পরীক্ষিত হয়েছেন কিন্তু তাঁকে ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় নি। তিনি পরিক্ষায় পরাজিত হননি বা কোন প্রলোভন মত কাজ করেন নি।

৬) খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে সরে গিয়ে স্বাধীন ইচ্ছাকে খারাপ পথে ব্যবহার করা।

৭) তখনও তার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে কিন্তু তা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করবার জন্য তাকে পবিত্র আত্মার শক্তি দেওয়া হয়।

৮) প্রার্থনা এবং উপাসনা দ্বারা।

৯) সত্য, ধার্মিকতা (সৎ-জীবন), শান্তি, বিশ্বাস এবং পরিত্রাণ।

১০) তিনবার।

১১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্ম রক্ষার কাজ করে।

১২) নিজেদের বিজয়ী হতে হবে।

১৩) প্রার্থনার দ্বারা।

১৪) ক) ৩) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি।
খ) ১) শিশু।
গ) ২) যুবক।

১৫) ঠিক ভাবে প্রার্থনা করবার দ্বারা।

১৬) যখন তিনি প্রেমের নিয়মে চলেন।

১৭) ক) মিথ্যা।
খ) সত্য।
গ) সত্য।
ঘ) মিথ্যা।